দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 APR 1996... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা–উত্তরকালে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করেছে খুব কমই। এরশাদ আমলের মত খালেদা জিয়ার শাসনামলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে, অনেক ক্ষেত্রে একই সংগঠনের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়েছে বহু। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের ধরা হয়নি। ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলোর এখানে–ওখানে পুলিশ কেবল বসে থাকতো, ঝিমুতো। কিছুদিন আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের এক পর্যায়ে সেনা সদস্যরা কয়েকটি ছাত্রাবাসে হঠাৎ হানা দিয়েও সফল হতে পারেনি। সন্ত্রাসীদের আগেই খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগের খবর প্রচারিত হওয়ার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গোলাগুলি শুরু হয়। হলে হলে ছড়িয়ে পড়ে তুমুল উত্তেজনা। হল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় এবং সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার প্রস্তুতি যেন প্রতিটি হল দখলকারী ছাত্র সংগঠন ও গ্রুপের মধ্যে। প্রতিটি হলেই নাকি এ অবস্থায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও 'ক্যাডার' জড়ো করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে বিতাড়িত একটি ছাত্র সংগঠন এই সুযোগে দু'টি হল দখলের তৎপরতা শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জহরুল হক হল পরিস্থিতি নাজুক, শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রদল ও প্রতিপক্ষ গ্রুপ গুলি বিনিময়শেষে পরবর্তী সংঘর্ষের জন্য নিজেদের অবস্থান সংহত করছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষ গোটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

গণ–আন্দোলনের বিজয়ী তিন দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ভেঙে পড়া আইন–শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী দমন অভিযান অবিলম্বে শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে দেয়া তার প্রথম ভাষণে শান্তি–শৃংখলার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা নিতেও দ্বিধা করবেন না বলে মানুষকে ভরসা দিয়েছেন। ঐদিনই ঢাকা মহানগর পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শিগগিরই 'বিশেষ অভিযান' পরিচালনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে পত্র–পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। আইন–শৃংখলা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব এই অভিযান শুরু করা দরকার। আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলো থেকে সকল ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদ করা দিয়েই এ অভিযান শুরু করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে পুলিশী অভিযান চালিয়ে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন কাজ হলো অস্ত্র উদ্ধার করা এবং ছাত্রাবাসগুলোকে সন্ত্রাসীমুক্ত রাখা। কোন দলীয় সরকারের আমলে এ কাজটি হয়নি। কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের তথাকথিত ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের জীবন। করছে এখনো। এদের পাকড়াও করার ওপর রাজধানীর আইন–শৃংখলা পরিস্থিতিও অনেকখানি নির্ভর করে।